প্রথম আলো

বাণিজ্য

জাপানের টয়োটা রাশিয়ায় গাড়ি কারখানা ছেড়ে দিয়েছে

বাণিজ্য ডেস্ক

টয়োটা

রাশিয়া থেকে কারখানা গোটাচ্ছে জাপানের গাড়ি কোম্পানি টয়োটা। কিন্তু অন্যান্য গাড়ি কোম্পানির মতো এ প্রস্থান খুব একটা সুবিধার হচ্ছে না তাদের জন্য। রাশিয়ার সরকারের কাছে কারখানার জমি ও ভবন বিক্রি করে যেতে হচ্ছে।

রাশিয়ার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, টয়োটার কারখানা রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নামি'র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। খবর রয়টার্সের।

মূলত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কাঁচামালের সংকটে পড়ে টয়োটা। সে কারণে এ কারখানা উৎপাদন সংকটে পড়ে।

এদিকে টয়োটা নিশ্চিত করেছে, গত ৩১ মার্চ রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নামি'র কাছে এ কারখানা হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। তবে কোনো পক্ষই জানায়নি, কত অর্থের বিনিময়ে টয়োটা এ কারখানা বিক্রি করেছে।

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK

সেন্ট পিটার্সবার্গের এ কারখানায় টয়োটা মূলত ক্যামরি ও রাভ৪ মডেলের গাড়ি উৎপাদন করত। ২০০৫ সালে এই কারখানার কার্যক্রম শুরু হয়, তবে সেখানে খুব বেশি গাড়ি উৎপাদিত হতো না। ২০২১ সালে ৮০ হাজার গাড়ি উৎপাদিত হয় এ কারখানায়।

রাশিয়ার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, কারখানায় যত দ্রুত সম্ভব উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা হবে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যেসব গাড়ি কারখানা রাশিয়া থেকে পাততাড়ি গোটাচ্ছে, নামি সেসব কারখানা নিজের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা রেনঁ ও নিশানের কারখানা বুঝে নিয়েছে।

তবে নামি মাত্র এক রুবলের বিনিময়ে রেনঁর সিংহভাগ অংশীদারি কিনে নিয়েছে। তবে শর্ত আছে, ছয় বছর পরে তারা আবার এই কারখানা কিনে নিতে পারে। নিশানের কারখানাও মাত্র এক রুবলে কিনে নিয়েছিল নামি।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে একে একে রাশিয়া ছেড়ে গেছে কিংবা সেখানে উৎপাদন কমিয়েছে পশ্চিমা গাড়ি কোম্পানিগুলো। সেই শূন্যতা পূরণ করছে চীনা গাড়িনির্মাতারা। বিকল্প তেমন কিছু না থাকায় চীনা ব্র্যান্ড বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন রাশিয়ার ক্রেতারা এবং তা-ও আবার অপেক্ষাকৃত বেশি দামেই।

গাড়ির বাজার বিশ্লেষণকারী সংস্থা অটোস্ট্যাট ও পরামর্শক সংস্থা পিপিকের তথ্য অনুসারে, গত এক বছরে ফ্রান্সের রেনঁ, জাপানি নিশান ও জার্মানির গাড়ি কোম্পানি মার্সিডিজ বেঞ্জের মতো বেশ কিছু ব্র্যান্ড রাশিয়া ছেড়ে গেছে। সেই সুযোগ নিয়েছে চীনের নির্মাতারা। বর্তমানে রাশিয়ায় নতুন গাড়ির চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ সরবরাহ করছে চীনের হাভাল, চেরি ও গিলির মতো ব্র্যান্ডগুলো। ২০২২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেও যা ছিল ১০ শতাংশেরও কম।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২৩ প্রথম আলো

By using this site, you agree to our Privacy Policy.